হজরত আয়েশা (রাঃ)

আকাশ মালিক

কোরায়েশ বংশের বনি তায়ীম গোত্রে হজরত আবুবকরের (রাঃ) জন্ম। তাঁর স্ত্রী কুতাইলা যখন কোন অবস্থাতেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম ইসলাম গ্রহন করতে রাজী হলেন না, আবুবকর তাকে তালাক দিয়ে দেন। হজরত আবুবকরের (রাঃ) অন্যতম স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে হজরত আয়েশা (রাঃ) জন্ম গ্রহন করেণ। নবী মুহাম্মদের (দঃ) ১৩ জন স্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে- হজরত খাদিজা (রাঃ) ৪০, সওদা (রাঃ) ৫৫, আয়েশা (রাঃ) ৬, হাফসা (রাঃ) ২০, জয়নব বিনতে খোজাইমা (রাঃ) ৩০, সালমা (রাঃ) ২৯, জয়নব বিনতে জাহ্স (রাঃ) ৩৫, জোহাইরিয়া (রাঃ) ২০, রামালা (রাঃ) ৩৫, রায়হানা (রাঃ) ৩০, সাফিয়া (রাঃ) ১৭, ময়মুনা (রাঃ) ৩৬, ও ম্যারিয়া (১৮)। হজরত আয়েশা (রাঃ) যেমন ছিলেন সুন্দরী তেমনি মেধাবী। মুহাম্মদের (দঃ) কাছে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তার সকল স্ত্রীগণের মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রীয়। মুহাম্মদের (দঃ) পরামর্শ অনুযায়ী আবুবকর (রাঃ) যখন প্রথম প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেণ, কোরায়েশগণ তাঁর প্রতি ভীষণ ক্ষেপে যায়। তিনি তার ছোট মেয়ে আয়েশার (রাঃ) জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোরায়েশদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ আবুবকর দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। কিন্তু দূর-দেশে আয়েশাকে (রাঃ) সঙ্গে নিতে চাইলেন না। আবুবকর (রাঃ) দম্পতির সপ্ন ছিল, আয়েশা (রাঃ) বড় হলে জুবায়ের বিন মোতাম নামক এক যুবকের সাথে তার বিয়ে দেবেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে আবুবকর (রাঃ) আয়েশার (রাঃ) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জুবায়েরের কাছে তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। জুবায়ের মুসলমান হতে রাজী হলেন না। ভগ্ন-হৃদয়ে আবুবকর (রাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ইয়েমন ও পরে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যান। কিছু দিন পরেই আবার স্বপরিবারে মক্কায় ফিরে আসেন। একই বৎসর মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেণ। খাদিজার (রাঃ) মৃত্যুর পরপরই মুহাম্মদ (দঃ) ৫৫ বৎসর বয়সের সওদাকে (রাঃ) বিয়ে করেণ। বয়স্ক এই মহিলা মুহাম্মদের (দঃ) চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিলেন না। খাওলা নামক মুহাম্মদের (দঃ) এক বান্ধবী তাকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দেন। মুহাম্মদ (দঃ) বল্লেন-

- খাওলা, তোমার জানামতে কোন মেয়ে আছে না কি?
- হ্যাঁ আছে। একজন বিবাহিতা ৩০ বৎসর বয়স্কা বিধবা, অন্যজন অবিবাহিতা কুমারী।
- কুমারীর নামটা জানতে পারি?
- ৬ বৎসরের কন্যা আয়েশা বিন্‌তে আবুবকর।

মুহাম্মদ (দঃ) জানতেন আবুবকর (রাঃ) আয়েশার (রাঃ) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে জুবায়েরের কাছে গিয়েছিলেন। তাই এবার তিনি নিজেই যখন আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আবুবকরের (রাঃ) সামনে হাজির হলেন, আবুবকর (রাঃ) আয়েশার (রাঃ) অপ্রাপ্ত বয়সের অজুহাত দেখাতে পারলেন না, বল্লেন- 'মুহাম্মদ (দঃ), আয়েশা যে তোমার ভাতিজী হয়, তাকে বিয়ে করবে কি ভাবে'? মুহাম্মদ (দঃ) বল্লেন- 'পারিবারিক সুত্রে আয়েশা আমার ভাতিজী হয় সত্য, কিন্তু ধর্মীয় সুত্রে সে আমার বোন'। যদিও পরবর্তিতে পারিবারিক সুত্রের অজুহাতে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর ভাতিজী হামজার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। হামজা (রাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) ছিলেন পরস্পর বৈ-মাত্রীয় ভাই। মুহাম্মদের (দঃ) নবম স্ত্রী রামালা (আবুসফিয়ানের মেয়ে, পরবর্তিতে উম্মে হাবিবা) বলছেন-

- আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। নবীজী (দঃ) বল্লেন, তোমার কি তা ভাল লাগে? আমি বল্লাম হ্যাঁ কেন লাগবে না, এ ঘরে তো শুধু আমি একা আপনার স্ত্রী নই, আরো অনেকই আছেন, সুতরাং আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে সংসার-সুখ ভোগ করুক। রাসুল (দঃ) বল্লেন, তা তো আমার জন্যে বৈধ হবে না। আমি বল্লাম, শুনেছি আপনি নাকি উম্মে সালমার (মুহাম্মদের (দঃ) ষষ্ঠ স্ত্রী) মেয়েকে বিয়ে করতে চান। নবীজী (দঃ) বল্লেন, সে যদি আমার সৎ-মেয়ে (Step-daughter) না ও হতো, সে আমার জন্যে বৈধ হতো না কারন যেহেতু সে আমার পালিকা ভাতিজী (foster niece). সুতরাং আমাকে তুমি তোমার মেয়ে কিংবা বোনকে বিয়ে করতে অনুরুধ করো না। *(সহীহ বোখারী শরীফ ৬২, ৩৮)*

বয়সে মুহাম্মদের (দঃ) চেয়ে দুই বছরের ছোট আবুবকরের মনে আর বোঝে না। পঞ্চাশোর্ধ মানুষের সাথে ছয় বছরের মেয়ের বিয়ে দেন কিভাবে? মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র অহী নিয়ে আসলেন। সেই অহীর বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রাঃ) বলছেন-

- আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) আমাকে বল্লেন- ‘বিয়ের আগে আল্লাহ্‌ সপ্নে দু’বার তোমাকে দেখিয়েছিলেন। আমি দেখলাম বেহেস্তের সিল্কী কাপড় দিয়ে ঢেকে একজন ফেরেস্তা তোমাকে কোলে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত। আমি বল্ললাম, কাপড় উঠাও, অমনি দেখি জিব্রাইলের কোলে জীবন্ত তুমি বসে আছো। আমি মনে মনে বল্ললাম, এই যদি হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছে তাহলে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।’
(সহীহ বোখারী শরীফ ৯, ১৪০)

যে আবুবকর (রাঃ) চাঁদের দিকে না তাকিয়ে বলতে পারেণ মুহাম্মদ (দঃ) চাঁদ দ্বী-খন্ডিত করেছিলেন, মুহাম্মদকে (দঃ) জিজ্ঞাসা না করেই সাক্ষী দিতে পারেণ, মুহাম্মদ (দঃ) স্ব-শরীরে সপ্ত-আকাশ ভ্রমন করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন, এবার নবীজীর (রাঃ) সপ্নের কাহিনী শুনে তার কাছে আয়েশাকে বিয়ে দিতে রাজী না হয়ে পারলেন না। তবে শর্ত দিলেন কন্যা-দান হবে তিন বৎসর পর। ৬২২ খৃষ্টাব্দে আয়েশা ও তার বড় বোন আসমাকে মকক্বায় রেখে আবুবকর মুহাম্মদের (দঃ) সাথে রাতের অন্ধকারে মদীনায় পালিয়ে যান। এর কিছুদিন পর আসমা ছোট বোন আয়েশাকে নিয়ে মদীনায় তাদের মাতা-পিতার সাথে মিলিত হন। ৬২৩ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে নব বধু আয়েশাকে (রাঃ) ঘরে তোলে নেন। মুহাম্মদের (দঃ) বয়স তখন ৫২ বৎসর, আর আয়েশা (রাঃ) ৯ বৎসরের বালিকা। হাতে বিয়ের অঙ্গুটি নয়, খেলার পুতুল নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকলেন দোলনার বালিকা আয়েশা। পাশে রাখা দুধের গ্লাস থেকে মুহাম্মদ (দঃ) এক চুমুক দুধ পান করে আয়েশাকে (রাঃ) দিলেন। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সাথেসাথে পুতুল খেলার সাথীগণ তার সাথে খেলতে আসবে, সেই আশায় রাত-প্রভাতের পানে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত আয়েশা একসময় ঘুমিয়ে পড়েন।

জীবনের স্মরণীয় ঘঠনাটি আয়েশা (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন-
- নবী (দঃ) আমাকে ৬ বৎসর বয়সে বিয়ে করেণ। আমরা (আসমা ও আয়েশা) মদীনায় যাওয়ার পর হারিস বিন্‌ খাজরাজের ঘরে আশ্রয় নেই। সেখানে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং আমার মাথার চুল পড়ে যায়। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যখন আমার সঙ্গীদের নিয়ে দোলনায় খেলছিলাম, আমার মা এসে আমাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি বুঝতেই পারিনি কেন আমাকে ডেকে নেয়া হচ্ছে। আমার তখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মা আমাকে কিছুক্ষণ দরজার সম্মুখে দাঁড়

করিয়ে রাখলেন। আমার মাথা ও মুখমন্ডল জল দিয়ে মুছে দেয়ার পর যখন কিছুটা শান্তবোধ করলাম, মা আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখি মদীনার বেশ কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। তারা আমাকে দেখে সমস্বরে বলে উঠলেন- 'শুভেচ্ছা, আয়েশা তোমার ওপর আল্লাহ্‌র রহমত ও মঙ্গল হউক'। মা আমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন আর তারা আমাকে বিয়ের সাজে সাজালেন। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দেখি আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন আর মা আমাকে তাঁর হাতে তোলে দিলেন। তখন আমার বয়স ছিল ৯ বৎসর'।

(সহীহ বোখারী শরীফ ৫. ২৩৪)

দোলনার বালিকা আয়েশা বুঝতেই পারলেন না যে, তিনি আর বালিকা নন বরং পরিপূর্ণ বয়সী এক পুরুষের শয্যা-সঙ্গীনি। বিয়ের পরেও সাথীদের সঙ্গে পুতুল নিয়ে খেলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতেন। আয়েশা বলছেন-
- আমি যখন আমার বান্ধবীদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলতাম, মাঝে মাঝে নবীজী তা দেখে ফেলতেন। নবীজীকে দেখে আমার বান্ধবীগণ লুকিয়ে যেতো কিন্তু নবীজী তাদেরেকে ডেকে এনে বলতেন 'তোমরা আয়েশার সাথে খেলতে থাকো'। *(সহীহ বোখারী শরীফ ৮.৭৩, ১৫১)*

সা-বালেগ (প্রাপ্ত-বয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর জন্যে পুতুল অথবা তদ্-রূপী কোন নিষ্প্রাণ বস্তু নিয়ে খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু আয়েশার বেলা তা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ আয়েশা তখন না-বালেগ (অপ্রাপ্ত-বয়স্কা) ছিলেন।

The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for 'Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. (Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)

আয়েশা তাঁর তখনকার বয়সের বর্ণনায় আরো বলেন-
মসজিদের পাশে যখন কয়েকজন ইথোপিয়ানদের খেলা আমি উপভোগ করছিলাম, নবী (দঃ) এসে তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে দেন। তথাপি খেলা দেখার তৃপ্তি মেটার আগপর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুতরাং এ থেকে তোমরা বুঝে নিও, ছোট্ট না-বালেগ মেয়ে, (who has not reached the age of puberty) খেলাধুলার প্রতি যার এমন আগ্রহ, তাকে সেভাবেই দেখা উচিৎ। *(সহীহ বোখারী শরীফ ৭.৬২,১৬৩)*

পুতুল খেলায় মগ্ন আয়েশা লক্ষ্যই করেন নি যে, স্বামী তাঁর অজান্তে তাঁকে নিয়ে কতো খেলা খেলছেন। আয়েশার মতো একজন কুমারী বধু যার গুপ্তাঙ্গের উপরিভাগে এখনও পশম গজায়নি তার সাথে খেলার কি আনন্দ, রাসুলের (দঃ) হাদীস শরীফে তা বর্ণীত আছে। হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র (রাঃ) ভাষায়-

'এক অভিযানে আমরা আল্লাহ্‌র রাসুলের (দঃ) সঙ্গে ছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার পথে যখন মদীনার নিকটবর্তি হলাম, আমার অলস উটটাকে আর কোনমতেই চালাতে পারি না। একজন লোক এসে আমার উটের পশ্চাদে একটি খোঁচা দিলেন, অমনি সে অন্যান্য উটের মতো তড়িত বেগে ছুটে চল্লো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি এ'তো আল্লাহ্‌র রাসুল মুহাম্মদ (দঃ)। নবীজী জিজ্ঞেস করেণ, জাবির এতো তাড়া কিসের? আমি বল্লাম আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ), ঘরে

আমার নতুন বৌ রেখে এসেছি। রাসুল (দঃ), জিজ্ঞেস করেণ, তুমি বিয়ে করেছো? আমি বল্লাম হ্যাঁ। তিনি বল্লেন, কুমারী, সতী না বিবাহিতা? আমি বল্লাম জ্বী না, কুমারী নয়। তিনি বল্লেন, অল্প বয়সের কুমারী বিয়ে করলেনা কেন? তাহলে তো তুমি তার সাথে খেলতে পারতে আর সে ও তোমার সাথে খেলতো। যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করবো, রাসুল (দঃ), বল্লেন, সন্ধ্যা-রাতে ঘরে ঢুকার পূর্বে একটু থামো যাতে মহিলা, যার মাথার চুল অগোছালো সে তা গোছিয়ে নিতে পারে, আর যে মহিলার স্বামী কিছুদিন দূরে ছিল সে মহিলা তার গুপ্তাঙ্গের লোম কামিয়ে নিতে পারে'। *(সহীহ বোখারী শরীফ ৭.৬২, ১৭৪)*

রুপ-লাবণ্যে অতুলনীয় আয়েশাকে পেয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যারপর নাই খুশী হলেন আর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ৫৫ বছর বয়স্কা সওদার মনে জ্বলে উঠলো হিংসার আগুন। সওদা লক্ষ্য করলেন তাঁর স্বামী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁকে উপেক্ষা করছেন আর আয়েশার প্রতি অতিরিক্ত মনযোগী হয়ে গেছেন। তিনি রাত ভাগা-ভাগিতে আয়েশার সাথে সমান অধিকার দাবী করে বসলেন। সওদা জানতেন না যে ইসলামে কুমারী নারী আর বিবাহিত নারীর মর্যাদা সমান নয়। এ নিয়ে সওদা বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়ায় মুহাম্মদ (দঃ) তাকে তালাক দেয়ার হুমকি দিয়ে দিলেন। ইসলাম গ্রহন করে সবকিছু হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব অভাগিনী সওদা শেষ বয়সে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলেন, তা'ও আজ হারিয়ে যাবে। একদিন পথের ধারে নবীজীকে পেয়ে তার পবিত্র চরণ-যুগল আঁকড়ে ধরে কড়জোরে নিবেদন করেন- 'আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) প্রেম-ভিক্ষে চাই না আমি, একটু প্রাণ ভিক্ষে দাও। শুন্য-বিছানা জড়িয়ে ধরে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো, তালাকের অপমান আর সইতে পারবো না। আমার বিছানায় আপনাকে আসার অনুরুধ আর কোনদিন করবো না। আমার সকল আশা, সকল রাত আমি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম'। দয়াল নবীর মনে দয়ার উদ্রেক হলো, সওদাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। পরবর্তিতে আয়েশার প্রতি হিংসাপরায়ণ অন্যান্য স্ত্রীগণ মিলে যখন একই দাবী করে বসলেন, আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) কোরআনের আয়াত নিয়ে আসলেন-

'আপনি আপনার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে দূরে রাখতে পারেণ এবং যাকে ইচ্ছে কাছে রাখতে পারেণ। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন তাতে তারা সন্তুষ্ঠ থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্‌ জানেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সহনশীল'।

(সুরা আহ্‌জাব আয়াত ৫১)

You (O Muhammad SAW) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomever you desire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better; that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allâh knows what is in your hearts. And Allâh is Ever All-Knowing, Most Forbearing. (http://www.quraanshareef.org)

ধীরে ধীরে আয়েশা কৈশোরে উত্তীর্ণ হলেন। আয়েশার কুঞ্জবনের অপ্রস্ফুটিত মুকুল, অকালে দলিত মথিত হয়ে যখন প্রস্ফুটিত হবে, মুহাম্মদ (দঃ) তখন ভিন্ন কাননে মধু আহরণের সন্ধানে। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবী ও শাশুড় আবুবকরের

কাছে মনের গোপন বাসনা ব্যক্ত করলেন। আবুবকর (রাঃ) সংবাদটা মুহাম্মদের (দঃ) জামাতা হজরত উসমানকে (রাঃ) জানালেন। মুহাম্মদ (দঃ) এবার হজরত ওমরের (রাঃ) বিধবা কন্যা ২০ বৎসরের হাফসাকে বিয়ে করবেন। ওমর (রাঃ) তা জানতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করছেন-

‘ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, হাফসার স্বামী খুনাইজ বিন্ হুদাফার মৃত্যুর পর যখন আমি তাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উসমান বিন আফ্ফানের কাছে নিয়ে গেলাম, উসমান বল্লেন ‘আমি ভেবে দেখবো’। কিছুদিন পর যখন তার সাথে আবার দেখা হলো তিনি বল্লেন ‘আমার মনে হয় আপাততঃ হাফসাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়’। তারপর আমি হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে আবুবকরকে অনুরুধ করলাম। আবুবকর আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। উসমানের চেয়ে আবুবকরের প্রতি আমার ভীষণ রাগ হলো। এর কিছুদিন পর, আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) এসে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন। রাসুলের সাথে হাফসার বিয়ের পর একদিন আবুবকরের সাথে আবার দেখা হয়। আবুবকর বল্লেন ওমর, তুমি বোধ হয় হাফসাকে বিয়ে না করায় আমার উপর রাগ করেছো। আমি বল্লাম, নিশ্চয়ই। তিনি বল্লেন, সমস্যা আসলে কিছুই ছিল না, শুধু আমি জানতাম যে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) হাফসাকে বিয়ে করতে চান কিন্তু আমি রাসুলের (দঃ) গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। তবে তিনি যদি তার মত পরিবর্তন করতেন আমি নিশ্চয়ই হাফসাকে বিয়ে করতাম’।

হজরত ওমর (রাঃ) জানতেন আয়েশা এখন আর ৯ বৎসরের অবোধ ছোট্ট বালিকাটি নয়। মুহাম্মদের (দঃ) মাত্রাতিরিক্ত সোহাগ প্রেম, আয়েশাকে বানিয়েছে মারাত্নক অহংকারী। রূপের গরবিনী আয়েশার ব্যাপারে হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর মেয়ে হাফসাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন-

সাহাবী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণীত যে, হজরত ওমর মেয়ে হাফসার ঘরে ঢুকে বল্লেন, ‘মা হাফসা, মুহাম্মদের (দঃ) মাত্রাতিরিক্ত সোহাগের কারণে রূপের অহংকারীনী আয়েশার ব্যবহার দেখে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না’। ওমর আরো বল্লেন, ‘কথাটি আমি রাসুলকেও শুনিয়েছি। তিনি আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিলেন’।

সওদা, আয়েশা ও হাফসার মধ্যকার বয়সের তারতম্যের কারণে তিন সতীনের ঘরে হিংসার অনল ধুকে-ধুকে জ্বলছিল তবে দাবানলে পরিণত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর পুত্রবধু জায়েদের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করেণ। অবশ্য আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) এর আগে আরো দুই রমণীর (জয়নব বিন্‌তে খোজাইমা ও উম্মে সালমা) পাণি গ্রহন করে নিয়েছেন। আয়েশা ও হাফসা কোন অবস্থাতেই এ বিয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না। এমনকি তারা মুহাম্মদের (দঃ) বিরোদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়ে গেলেন। তারা অভিযোগ করলেন, নবীজী (দঃ) না কি তাঁর নতুন বউ জয়নাবের ঘরে খুব বেশী সময় কাটান। তারা হঠাৎ করেই নবীজীকে (দঃ) প্রশ্ন করে বসলেন ‘আপনি কার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন আপনার মুখ থেকে যে খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে’। নবীজী (দঃ) জানেন এ প্রশ্নের অর্থ কি? অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে নবীজী (দঃ) তাঁর অভ্যাসানুযায়ী নিজের নামের সাথে আল্লাহ্‌র নাম সংযোজন করে কোরআনের বাণী নিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

‘কোন মুসলমান নর-নারীর জন্যে উচিৎ নয়, যে বিষয়ে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুল (দঃ) সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তার ওপর মন্তব্য করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের (দঃ) অবাধ্য হয় সে নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে’। (কোরআন, সুরা আহজাব, আয়াত ৩৬)

আল্লাহ্র কালাম এনে সকল স্ত্রীর মুখ বন্ধ করা গেলো কিন্তু লোক সমাজে ঘঠনাটি অন্যভাবেও প্রচার হয়ে গেলো। এর জন্যে স্বয়ং জয়নবই দায়ী, কারণ তিনিই মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বিয়ের আগে মানুষের কাছে বলেছিলেন, তার শাশুড় কিভাবে তাকে কাপড় বদলানোর সময় অর্ধালোঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। অবশ্য জয়নবকে বেশী দোষও দেয়া যায় না কারণ বেচারী জয়নব কি জানতেন একদিন মুহাম্মদেরই (দঃ) সাথে তার বিয়ে হবে?

আয়েশা কোথায় বৃদ্ধ স্বামীকে একটু সেবা-যতন করবেন উল্টো তাঁর জীবনটাকে অতীষ্ঠ করে তোলতে সচেষ্ট হলেন। আয়েশা ও হাফসা মিলে আরেকটা কান্ড ঘটিয়ে দিলেন। পুরোপুরি নারী কেলেংকারী ঘঠনা। ঘঠনাটি ছিল নবীজীর (দঃ) আরেক স্ত্রী, প্রায় আয়েশার সমবয়সী ১৮ বৎসরের খৃষ্টান ক্রীতদাসী ম্যারিয়াকে নিয়ে। কিশোর বয়সী, অত্যন্ত সুন্দরী ম্যারিয়াকে মিশরের সম্রাট আল্-মুখাকিস মুহাম্মদকে (দঃ) উপহার স্বরূপ দান করেছিলেন। আয়েশা কোনদিনই ম্যারিয়াকে মুহাম্মদের (দঃ) স্ত্রী হিসেবে স্বীকার করেণ নি। ম্যারিয়াও কোনদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন নি। ঘঠনাটি ঘটেছিল যুদ্ধে প্রাপ্ত নবীজীর ১৭ বৎসর বয়স্কা ১১তম স্ত্রী সাফিয়ার ঘরে। মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বাস করে হাফসাকে একটি গোপন বিষয় বলেছিলেন। হাফসা তা আয়েশাকে বলে দিলেন। ব্যস তারা রটিয়ে দিলেন, মুহাম্মদ (দঃ) ম্যারিয়াকে বিয়ে না করেই তার সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছেন। আর আশ্চর্য ব্যাপার হলো খাদিজার পরে একমাত্র ম্যারিয়াই মুহাম্মদের (দঃ) একটি পুত্র সন্তান তার গর্ভে ধারণ করেছিলেন। যে আয়েশাকে মুহাম্মদ (দঃ) আদরে আহ্লাদে আগলে রাখতেন, কোরআনের আয়াত দিয়ে সকল স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ট স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন, অস্বতীর অপবাদ থেকে রক্ষা করলেন সেই আয়েশা বড় হয়ে তার নামে এমন অপবাদ রটাবেন মুহাম্মদ (দঃ) তা ভাবতেই পারেণ নি। যে রমণীগণকে মুহাম্মদ (দঃ) উম্মুল মুমেনিন (মুসলমানদের মা) বলে সম্মোধন করে সম্মান দেখালেন, তারা কখনো ভাত-কাপড় চেয়ে বিরক্ত করবেন, কখনো রাত ভাগাভগি নিয়ে ঝগড়া করবেন, কখনো মধু কেলেংকারী কখনো নারী কেলেংকারী রটাবেন আবার কখনো একে অন্যকে অস্বতীর অপবাদ দেবেন, এ আর কতো সহ্য করা যায়। রাগ করে মুহাম্মদ (দঃ) পুরো এক মাসের জন্যে সকল স্ত্রীগণের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। ঘঠনাটি হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদিসে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

‘আমার খুবই আগ্রহ হলো ওমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করি সেই দুই মহিলা সম্পর্কে যাদের কথা কোরআনের সুরা আত্-তাহরিমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওমর (রাঃ) বল্লেন, ওহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ঐ দুই মহিলা হলেন আয়েশা ও হাফসা। তারপর ওমর (রাঃ) আরো বল্লেন, আমরা কোরায়েশগণ সর্বদাই নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছি, কিন্তু মদীনায় এসে দেখা যায় এখানে পুরুষের ওপর নারীর কর্তৃত্ব। আমার স্ত্রী যেদিন আমার কথা অমান্য করলো আমি তাকে ধমক দিলাম। সে উল্টো আমাকে ধমক দিয়ে বল্লো ‘এই দিন আর সেই দিন নয়, আজকাল নবীর স্ত্রীগণও নবীর কথার ওপর কথা বলে দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো শুনা যাবে নবীর কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন’। আমি তাড়াতাড়ি মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনি সকলের মুখে একই কথা-

মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর সকল স্ত্রীগণকে একসাথে তালাক দিয়েছেন। আমি এক দৌড়ে হাফসার গৃহে গিয়ে পৌছুলাম। হাফসাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি নবীর (দঃ) মনে আঘাত দিয়েছো? হাফসা নির্দ্বিধায় বলে দিল, হ্যাঁ।

(সহীহ বোখারী শরীফ ৭.৬২, ১১৯)

কি এমন ঘঠেছিল, আর কিইবা অপরাধ করলেন আয়েশা ও হাফসা, যে কোরআন দিয়ে তাদেরকে শাসাতে হলো? আল্লাহ্ বলছেন-

'হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি কেন আপনার স্ত্রীগণকে খুশী করার জন্যে তা হারাম মনে করবেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। হে রমণীগন, আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন তোমাদের মুক্তির উপায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। যখন নবী (দঃ) তার একজন স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বল্লেন, তারপর স্ত্রী ঐ গোপন কথা অন্যদেরকে বলে দিল, আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন। নবী (দঃ) তখন তাঁর স্ত্রীগণকে (আয়েশ ও হাফসা) কিছু বল্লেন আর কিছু গোপন রাখলেন। তারা বল্লেন, আপনাকে কে বলেছে? নবী বল্লেন, তিনি বলেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সব-জান্তা। তোমাদের উভয়ের (আয়েশা ও হাফসা) *অন্তর কলুসিত হয়ে গেছে, যদি তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবাহ্ করো তবে ভাল। আর যদি নবীর (দঃ) বিরোদ্ধে কুৎসা রটনায় একে অন্যকে সাহায্য করো, তবে মনে রেখো আল্লাহ্, জিব্রাইল এবং সৎকর্মপরায়ন মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী। (আজ যদি) নবী তোমাদেরকে তালাক দেন, (কাল) হয়তো আল্লাহ্ নবীকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, অনুতাপকারিনী, অ-কুমারী ও কুমারী নারী'।* (কোরআন শরীফ- সুরা আত্তাহরিম, আয়াত ১,২,৩,৪,৫)

চঞ্চল দুষ্টমতি আয়েশার বয়স তখন পনেরো কি ষোল। দেহে যৌবন নদীর উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ। আয়েশা দেখেছেন নবী (দঃ) তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়াও আরো চারজন রমণীর (খাওলা, জয়নাব (৩) উম্মে সারিক, ও ময়মুনা) সাথে অবাদে মেলা মেশা করতেন। খাওলা নবীজীর ঘটকের কাজ করতেন। তিনিই মুহাম্মদের (দঃ) কাছে আয়েশার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। একবার যখন খাওলা কয়েকজন নারীকে মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আয়েশা গর্জে উঠলেন। বল্লেন 'কি বেহায়া বেশরম মেয়েগুলো, নিজেই এসে বিয়ের প্রস্তাব করছে'। (আবুল হিশাম, বোখারী *শরীফ ৭.৬২, ৪৮)*

আল্লাহ্র নবী (দঃ) আয়েশাকে আল্লাহ্র সনদ শুনালেন- '*নবী (দঃ) যখন যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারেন, যাকে ইচ্ছে প্রত্যাখান করতে পারেণ। এ শুধু নবীর জন্যে, আর কোন মুসলমানের জন্যে নয়'।* আয়েশা নবীকে কানে-কানে বল্লেন- আপনাকে খুশী করতে আপনার আল্লাহ্ আকাশ থেকে অহী নিয়ে আসতে দেখছি খুব একটা দেরী করেণ না'।

তা'ই বলে নবী (দঃ) কিন্তু অপছন্দের কোন মহিলাকে বিয়ে করতেন না, সে যতই এতিম, অসহায়, নিরাশ্রয়, নিরুপায়, হউক না কেন। হজরত সোহেল ইবনে সা'দ (রাঃ) এমনি একটি ঘঠনার বর্ণনায় বলেন-
'একজন মহিলা (আত্নীয়-স্বজন হারা, ভিটে-বস্তুহীন) নবীজীর কাছে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রাসুল (দঃ) আমি আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। নবীজী (দঃ) মহিলাটিকে আপাদ-মস্তক ভালভাবে

পরখ করলেন, কোন উত্তর দিলেন না। রাসুলকে (দঃ) নিরুত্তর দেখে কিছুক্ষণ পর একজন লোক দাঁড়িয়ে বল্লেন, হে রাসুল (দঃ) ঐ মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না হয়, আমাকে দিয়ে দিন আমি তাকে বিয়ে করবো। রাসুল (দঃ) বল্লেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে তাকে দেয়ার মতো? লোকটি বল্লেন কিছুই নেই। নবীজী (দঃ) বল্লেন তুমি কি কোরআনের কিছু আয়াত মুখস্ত বলতে পারবে? উনি বল্লেন হ্যাঁ পারবো। কোরআনের ঐ আয়াতগুলোকে মহরানা ধরে নবীজী (দঃ) লোকটির কাছে মহিলার বিয়ে দিয়ে দিলেন'। (বোখারী *শরীফ ৭.৬২, ২৪)*

হায় ! *ইসলামের* নবী, *আমার পছন্দ হয় নাই, তুমি নিয়ে নাও*। নারী তো আর মানুষ রইলো না, খোলা বাজারের পণ্য হয়ে গেলো।

রূপের গরবিনী আয়েশা তার স্বতীনগণকে কটাক্ষ করে বলতেন যে, তিনিই এই পরিবারে একমাত্র কুমারী মহিলা যাকে কোন পর-পুরুষ কোনদিন স্পর্শ করেনি। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, স্বতীত্বের অহংকারিনী আয়েশার কপালে একদিন নিন্দুকেরা অসতীর কলংক লাগিয়ে দিল। ঘঠনাটি আয়েশার মুখ থেকেই শুনা যাক। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলছেন-

' তখন ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসের এক কাক-কালো রাত্রি। বনি আল্ মুসতালিক গোত্রকে আক্রমন করা হবে। নবীজী যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতেন কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন। লটারিতে আমার নাম উঠলো। সেনাপতির দায়ীত্বে নবীজী আর আমি তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নিশীত রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার সময় ওদেরকে দেয়া হয়নি। ঘুম থেকে জেগে ওঠে বনি আল্ মুসতালিক গোত্র দেখতে পেলো তাদের ঘর-বাড়ি, এলাকা সবকিছু মুসলমানগণ দখল করে নিয়েছেন। তাদেরকে বন্দী করে গণিমতের মাল-পত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মদীনার অদূরে 'মুরাইসি' নামক এক জায়গায় আমরা বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে হজরত ওমরের চাকরের সাথে মদীনার কিছু লোকের ঝগড়া হয়। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌছিল যে, মদীনার প্রভাবশালী নেতা আব্দল্লাহ্ বিন্ উবেহ্ বলতে শুরু করলেন- 'মদীনাবাসী দেখো শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। খাল কেটে তোমরা কুমীর এনেছ, আদর করে তাদেরকে মাথায় তুলেছ, তোমাদের সহায় সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছ, এখন তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচমনাদেরকে তাড়াতে হবে'। আব্দল্লাহ্ বিন্ উবেহ্ রিতিমত মদীনার স্বাধীনতা ঘোষনা করে দিলেন। নবীজী কোন রকম বিষয়টা সামাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। আমার মাল-পত্র উটের মাচায় উঠানো হলো কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলো না যে, আমি উটের উপরে নেই। ফিরে এসে দেখি তারা সবাই চলে গেছেন। আমার সাথে একখানা চাদর ছিল। উটের উপর আমাকে না দেখে, দলের লোকজন নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরে আসবে, এই আশায় চাদর গায়ে দিয়ে আমি সেখানে শুইয়ে পড়ি। ভোর বেলা সৈনিক সাফওয়ান বিন মুতাল যিনি সৈন্যদলের পেছনে ছিলেন, আমার যায়গায় এসে পৌছুলেন। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় চিনতে পারলেন, কারণ এর আগে তিনি আমাকে বহুবার দেখেছেন। চিৎকার দিয়ে বল্লেন- 'হায় সর্বনাশ ! নবীজীর স্ত্রীকে ফেলে সবাই চলে গেলো'। তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে আমি উঠে বসি। আল্লাহ্র কসম, আমরা একে অন্যের সাথে কোন কথা বলি নাই। তিনি তার উটটিকে আমার সামনে নত

করে দেন। আমি তার উটের ওপর আরোহণ করি। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় আমরা আমাদের মূল দলকে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি আমি যাত্রার অর্ধেক সময় তাদের সাথে ছিলাম না। মদীনায় পৌছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে থাকি। আমি লক্ষ্য করলাম এই একমাসের মধ্যে নবীজী আমাকে দেখতেও আসেন না আমার সাথে কথাও বলেন না। আমার সন্দেহ হলো বিষয়টা কি? অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি মায়ের কাছে চলে যাই। এক রাতে মিস্তাহর (বদরের যুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) এক সৈনিক) মায়ের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে মিস্তাহর মা হোচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। চিৎকার করে বল্লেন, মিস্তাহ তোর ধ্বংস হউক। আমি বল্লাম, তুমি এ কেমন মা, নিজের সন্তানকে অভিশাপ দিচ্ছো। তিনি বল্লেন, আয়েশা তুমি কি শুনো নাই, মিস্তাহ অন্যান্যদের সাথে তোমার নামে কেমন কেলেংকারী রটাচ্ছে? মিস্তাহর মায়ের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে সারারাত কাঁদলাম। ভোরে উঠে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেংকারী রটনায় অগ্রণী ভুমিকায় আছেন আমার স্বতীন জায়নাবের বোন (নবী মুহাম্মদের শালী) হামনাহ্, বিখ্যাত কবি হাসান বিন্ তাহবিত, বদর যুদ্ধের সৈনিক (আয়েশার চাচা) সাহাবী হজরত মিসতাহ্ বিন হাসাসা ও আব্দুল্লাহ্ বিন উবেহ্’। (সহীহ আল্ বোখারী ৫, ৪৬২)

ঘটনাটি একই রকম বর্ণনা করা হয়েছে হজরত আবুল-আলা মওদুদীর (উর্দু ভার্সন) তাফহিমুল কোরআনে। ৩১২ পৃষ্টায় মওদুদী আরো উল্লেখ করেণ- অন্য সুত্র থেকে জানা যায় যে, যখন সাফওয়ান আয়েশাকে নিয়ে ভোর বেলা কাফেলার সামনে এসে পৌছুলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবেহ্ উচ্চকন্ঠে চিৎকার দিয়ে বল্লেন, আল্লাহ্‌র কসম এই মহিলা আর স্বতী হতে পারেণ না, দেখো নবীর স্ত্রীর অবস্থা, সারা রাত সাফওয়ানের সাথে কাটায়ে কেমন বেপর্দা হয়ে তার সাথে ফিরে এসেছেন।

এ ঘটনায় নবীজী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এক মাস অতিবাহিত হয় আয়েশার সাথে দেখা নেই, কথা নেই। আয়েশা নিজেই এসে নবীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেণ না? মুহাম্মদ (দঃ) বল্লেন, তুমি দোষী হলে শাস্তি পাবে অন্যতায় আল্লাহ্ই তোমাকে মুক্ত করবেন। আয়েশা বল্লেন, ঠিক আছে আমার সবরই ভাল। ইত্যবসরে মুহাম্মদ (দঃ) এ ব্যাপারে হজরত আলী (রাঃ), আবুবকর (রাঃ) ও উসমান বিন যায়িদ সহ কিছু বিশ্বস্ত লোকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। প্রায় সকলেই বল্লেন যে তারা আয়েশাকে চরিত্রহীনা মনে করেণ না, এ নিয়ে আলাপ আলোচনার দরকার নেই, এখানেই বিষয়টির সমাপ্তি হওয়া ভাল। হজরত আলী (রাঃ) ক্ষুব্ধ কন্ঠে বল্লেন, নবীজী (দঃ) আপনি এই অস্বতী নারীকে এখনই তালাক দিয়ে দিন। নবীজী (দঃ) আলীর (রাঃ) কথা অবজ্ঞা করে পরের দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ‘সুরা নুর’ আবৃতি করলেন-

‘ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারীণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকে বিয়ে করে, আর ব্যভিচারীণী নারী কেবল ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করে, আর এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যারা স্বতী-স্বাদ্ধী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান’। (সুরা আন্ নুর, আয়াত ৩, ৪)

আয়েশা ব্যভিচারীণী ছিলেন কি না তা প্রমান করা আলোচনার বিষয় নয়, তবে প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়, (১) অপবাদ রটনায় যারা জড়িত ছিলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবেহ্’ ছাড়া বাকি সকলই তো ছিলেন আয়েশা ও মুহাম্মদেরই আপনজন এবং সাহাবী। (২) আয়েশার জবানবন্দি হজরত আলী (রাঃ) না হয় বিশ্বাস করলেন না স্বয়ং নবীজী কি আয়েশাকে বিশ্বাস করেছিলেন? (৩) জয়নাব ও ম্যারিয়ার বিয়ের পয়গাম নিয়ে আল্লাহ্র অহী আসতে ১ ঘন্টা সময় লাগে না, আয়েশার ওপর এমন বিপদে অহী আসতে ১ মাস লাগলো কেন? (৪) চারজন লোক সাক্ষী রেখে কেউ কি কোনদিন ব্যভিচারী কাজ করে?

৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) যখন মৃত্যু বরণ করেণ আয়েশার বয়স তখন ১৮। বিধবা মুসলিম নারীদের জন্যে পুনঃবিবাহ বৈধ হলেও নবী তাঁর পত্মীগণের জন্যে বিধবা প্রথা চালু করে গেলেন। ১৮ বৎসরের যুবতী আয়েশা আর কোনদিন বিয়ে করতে পারবেন না, কারো মা হতে পারবেন না। এ সুন্দর পৃথিবী তাঁর কাছে বড়ই কুৎসিত মনে হলো। এই অল্প বয়সে আয়েশা প্রতক্ষ্য করেছেন, মিথ্যে ভালবাসার প্রতারণা, ১২ জন নবী পত্মীর অপমান অপবাদ, নোংরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপর সমাজের লাঞ্ছনা, অন্যায় অবিচার। সমাজের প্রতি পুঞ্জিভুত ক্ষোভ ধীরে ধীরে আয়েশাকে বিদ্রোহী করে তোলে। ১৪ বৎসর পর হজরত আলীর (রাঃ) খেলাফত অস্বীকার করে আয়েশা সকল আবরণ, অবরোধ বন্ধন ছিন্ন করে, মুহাম্মদের (দঃ) সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাজ্য করে তলোয়ার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন বিদ্রোহী মুসলমান খলিফা হজরত উসমানকে (রাঃ) হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) উত্তরাধিকারী হজরত আলীর (রাঃ) বিরোদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেণ। ইরাকের বসরায় আলীর (রাঃ) সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে আয়েশা (রাঃ) পরাজয় বরণ করেণ। হজরত আলী (রাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যান। ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে হজরত আয়েশা (রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেণ।

তথ্য-সুত্র-

তাবারী-৯, ১৩১। তাবারী-৭, ৭।
সহীহ বোখারী শরীফ- ৭,৬২, ১৭৩। ৭,৬২, ১৪৫। ৭, ৬২, ১৫৭। ৮, ৭৩, ১৫১। সহীহ মুসলিম শরীফ- ৮, ৩৩১১। আবু দাউদ- ৪১, ৪৯১৫

তাফহিমুল কোরআন, সাইয়্যেদ আবুল আলা মউদুদী
কোরআন শরীফ-সুরা নুর, সুরা আহজাব, সুরা আত্ তাহরীম।

Memoirs of the Noble Prophet [pbuh] by Saifur Rahman Mubarakpuri
Muhammad and His Power
By P. de Lacy Johnstone
Muhammad the Prophet
By M. R. M. Abdur Raheem